দৈনিক ইত্তেফাক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিভক্ত করার নয়া চক্রান্ত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গাজীপুর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস বিভক্ত করে নানা কৌশলে বর্তমান ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ধাপে ধাপে সরিয়ে নেয়ার চক্রান্ত চলছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ভিসি দুর্গাদাস দায়িত্ব গ্রহণের পরই গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে ১৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ স্থগিত করায় এখন এই বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্পের টাকাও ফেরত চলে যাচ্ছে। নির্মাণ কাজ স্থগিত থাকায় ইতোমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক সভার মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত ১৪ তলা ভবন নির্মাণের ১ম কিস্তির টাকা প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও এ সিদ্ধান্তের কথা গত ২৭ আগস্ট জারি করা এক পত্রে জানিয়ে দিয়েছে।

এদিকে ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গত আগস্ট মাস থেকে ঢাকার উত্তরায় মাসিক প্রায় ১ লাখ টাকা ভাড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস হিসেবে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়েছে। উত্তরায় নতুন ভাড়াকৃত এই বাড়ীতে অফিস খুলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, কোর্স ও কারিকুলাম বিভাগ এবং রেজিস্ট্রেশন বিভাগের অংশবিশেষ গোপনে স্থানান্তর করা হয়েছে। অত্যন্ত নীরবে এবং সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে স্থানান্তরিত এই নতুন অফিসের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ৩টি মূল ক্যাম্পাসের বাইরে নেবার কোন সুযোগ নেই। সবসময় মূল ক্যাম্পাসেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো অবস্থিত হবে। কিন্তু ভিসি দুর্গাদাস উদ্দেশ্যমূলকভাবে তা অমান্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ পর্যন্ত অতি প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

তারিখ ঃ ... ...
পৃষ্ঠা ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিভক্ত করার নয়া চক্রান্ত

৮-এর পৃষ্ঠার পর

অবস্থিত থাকলেও বর্তমান ভিসি দুর্গাদাস তার সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ হিসেবে এগুলো নানা স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরী গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো এভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের বাইরে স্থানান্তরপূর্বক ক্যাম্পাস বিভক্ত করার ফলে সারাদেশের বিভিন্ন কলেজ থেকে নানা কাজের জন্য আসা শিক্ষকদেরও প্রচণ্ড দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিভিন্ন জরুরী কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাদের একাধিক স্থানে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে এবং ১ দিনের কাজ ৫ দিন লাগছে। এতে সংশ্লিষ্ট সবার হয়রানি বহুগুণে বেড়ে গেছে। তাছাড়া নতুন নতুন বাড়ী ভাড়া নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থেরও প্রচুর অপচয় ঘটছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে স্থান সংকুলানের অভাবকে দায়ী করলেও সম্প্রতি অপরিকল্পিতভাবে তার দল ও সম্প্রদায়ের দু'শতাধিক অতিরিক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ফলেই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। তাছাড়া ১৪ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প স্থগিত রেখে জায়গার অভাব দেখিয়ে তিনি পুরনো কর্মকর্তা-কর্মচারীসমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো বাইরে সরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মূল ক্যাম্পাসে নিজের ক্যাডারদের পুনর্বাসন করছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, যে বিভাগ তিনটি সম্প্রতি তিনি মূল ক্যাম্পাস থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন, সেসব কক্ষে তার আমলে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালকের সাবেক কার্যালয় খালি করে সেখানে সম্প্রতি নিয়োগকৃত আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের ভাই মনজুর আহমেদের (উপ-পরিচালক, অর্থ ও হিসাব) বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কক্ষেও দুর্গাদাসের কথিত নতুন ক্যাডার কর্মচারীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর তেমন কোন কাজ নেই। এর পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বিভাগসহ কোন কোন ডীন মূল ক্যাম্পাস ভবনে অযথা বহু কক্ষ দখল করে রেখেছে।

গাজীপুরবাসী এভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিভক্ত করার মাধ্যমে গাজীপুরের বোর্ডবাজার থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ধাপে ধাপে গুটিয়ে ফেলার চক্রান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কেও এখান থেকে ষড়যন্ত্র করে তুলে দেয়া হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে নতুন চক্রান্ত।